হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ৮৭/২০০৬

মোঃ সাদেক মিয়া ওরফে সাদেক আলী এবং অন্যান্য

------ আসামী-দরখাস্তকারীগণ।

-বনাম-

রাষ্ট্র

------প্রতিবাদীপক্ষ।

এ্যাডভোকেট মোঃ খুরশিদ আলম খান

------আসামী-দরখাস্তকারীগণ পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

---রাষ্ট্র-প্রতিবাদীপক্ষ পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ১৯.০১.২০২৩, ১৬.০২.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২২.০২.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২য় আদালত, টাঙ্গাইল কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ৮১/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ৩০.০৯.২০০৪ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিমন।

অত্র মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে,

রাষ্ট্র পক্ষ বাদী হয়ে বিজ্ঞ প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট ও থানা ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালত, নাগরপুর, টাংগাইল-এ ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৩/৪৪৭/৩২৩/৩২৪/৩৫৪ ধারার অভিযোগে জি. আর. মামলা নং- ৩৭(২)১৯৯২ দায়ের করলে বিজ্ঞ আদালত শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ১৪.০৯.১৯৯৩ তারিখে আসামী- মোঃ সাদেক আলী, আলম মিয়া ও আবুল কালাম মিয়াকে দন্ডবিধির ৪৪৭ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে ০৩ (তিন) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫০০/- টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো ১৫ (পনের) দিন বিনাশ্রম কারাদন্ড, আসামী- মোঃ সাদেক আলী, আলম মিয়া ও আবুল কালাম মিয়াকে দন্ডবিধির ৩২৩ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে ০৬ (ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫০০/- টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো ১৫ (পনের) দিন বিনাশ্রম কারাদন্ড

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামীগণ বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২য় আদালত, টাংগাইল-এ ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ৮১/১৯৯৩ দাখিল করলে বিজ্ঞ আদালত শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ৩০.০৯.২০০৪ তারিখে আপীলটি নামঞ্জুর করেন। অতঃপর উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে অত্র আসামী-দরখাস্তকারীগণ অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্তটি দাখিল করে রুলটি প্রাপ্ত হন। আসামী-দরখাস্তকারীগণ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ খোরশেদ আলম খান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে রাষ্ট্র-বিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করলাম। আসামী-দরখাস্তকারীগনের পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ খোরশেদ আলম খান এবং রাষ্ট্র-বিবাদীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট ও থানা ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালত, নাগরপুর, টাংগাইল কর্তৃক জি. আর. মামলা নং- ৩৭(২)৯২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ১৪.০৯.৯৩ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ** *"প্রাথমিক তথ্য বিবরনীতে বর্নিত বাদী পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, এই মামলার বাদীর টাংগাইল জেলাধীন নাগরপুর থানার নন্দপাড়া গ্রামের মৃত মেছের আলী মিয়া পুত্র মোঃ আঃ জব্বার মিয়া। এই মামলার বিবাদীগন হচ্ছেন ১। আঃ জলিল মিয়া, পিতা মৃত যাদব আলী মিয়া ২। আলম মিয়া ৩। মোঃ সাদেক মিয়া ৪। আবুল কালাম মিয়া, পিতা- আঃ জলিল মিয়া ৫। বেগম বিবি জং আঃ জলিল মিয়া ৬। নাজমা জং আলম মিয়া ৭। মোছাঃ শ্যামলা আক্তার পিতা জাবেদ আলী ও ৮। মোসাঃ রহিমা বেগম স্বামী ওয়াজ আলী মিয়া। বাদী মোঃ আঃ জব্বার মিয়া তার এজাহারে বলেন, এই মর্মে আপনাকে অবগত করিতেছি যে, অত্র উপজেলার অন্তর্গত মৌজা নন্দপাড়ার মধ্যে ১৪৫নং খতিয়ানের ১৪৩ দাগের ৪৫ ডিং ভূমি আমি সাব কাওলা দলিল মূলে খরিদ করিয়া তরু তরকারীর আবাদ করিয়া ভোগ দখল পরিচালনা করিয়া আসিতেছি। উক্ত তরু তরকারী রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য আমি বিগত ২২.০৫.৯২ ইং তারিখে রোজ শুক্রবার দুপুর অনুমান ১২ ঘটিকার সময় একটি ছনের ঘর উত্তোলন করিতে গেলে নিজ সাকিনের ১। আঃ জলিল মিয়া পিতা মৃত যাদব আলী মিয়া ২। আলম মিয়া ৩। মোঃ সাদেম মিয়া ৪।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আবুল কালাম মিয়া পিতা আঃ জলির মিয়া ৫। বেগম বিবি জং আঃ জলিল মিয়া ৬। আলমের স্ত্রী ৭। মোছাঃ শ্যামলা আক্তার পিতা জাবেদ আলী মিয়া ৮। মোছাঃ রহিমা বেগম স্বামী ওয়াজ আলী মিয়া প্রভৃতি ব্যক্তিগন লাঠি, ফালা, দা, ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রেসস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এক বে-আইনী জনতাবদ্ধে আমার স্বত্ব দখলিয় বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া আমার ঘর উঠাইতে বাধা দিলে আমি বিবাদীগনের বাধা না মানিলে ১নং বিবাদী জলিল মিয়া তাহার হাতে থাকা ফালা দিয়া আমার বুক লক্ষ্য করিয়া ঘা মারিলে আমি জীবন রক্ষার্থে একটু নীচু হইলে উক্ত ফালা আমার মাথার ডান পার্শ্বে লাগিয়া মারাত্মক রক্তাক্ত জখম হয়। উক্ত আঘাতের ফলে আমি মাটিতে পড়িয়া গেলে অন্যান্য বিবাদীগণ আমাকে এলোপাথারীভাবে লাঠি এবং চেইন দিয়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে বাইরাইয়া মারাত্মক ফুলা জখম করে। আমার ডাক চিৎকারে আমার স্ত্রী মোসাঃ বেলাতন আগাইয়া আসিলে সমস্ত বিবাদীগন তাহাকেও এলোপাতারীভাবে কিল ঘুষি ও লাথি মারিয়া শরীরের বিভিন্নস্থানে মারাত্মক ফুলা জখম করে। আমার এবং আমার স্ত্রীর ডাক চিৎকারে নিজ সাকিনের সিরাজ মিয়া পিতা মৃত বিনোদ মিয়া নয়ন খা পিতা মৃত ফরমান খা মোকাদ্দেশ পিতামৃত মাজম মিয়া মোঃ কুব্বাদ দেওয়ান পিতা মোঃ রশীদ দেওয়ান প্রবৃতি ব্যক্তিগত আগাইয়া আসে এবং বিবাদীগনের কবল হইতে আমাদিগকে রক্ষা করে। আমার অবস্থা আশংকাজনক মনে করিয়া সাক্ষীগন আমাকে নাগরপুর সরকারী হাসপাতালে লইয়া আসে এবং ভর্তি করিয়া চিকিৎসা করে। বর্তমানে আমি নাগরপুর হাসপাতালে ভর্তি আছি। *উপরিউক্ত ঘটনার এজাহার প্রাপ্তির পর নাগরপুর থানার তৎকালিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, খতিয়ানে নোট দিয়ে ০৬.০৬.৯২ ইং তারিখে ৩নং মামলা রুজু করেন এবং দারোগা নুরুল ইসলামকে তদন্তভার অর্পন করেন। তদন্তকারী তদন্তভার গ্রহন করেন এবং ১৬.০৭.৯২ ইং তারিখে বিবাদী ১। সাদেক আলী ২। আঃ জলিল মিয়া ৩। আলম মিয়া ৪। আবুল কালাম মিয়া ৫। বেগম বিবি ৬। নাজমা ৭। শ্যামলা আক্তার ও ৮। রহিমা বেগম এর বিরুদ্ধে দঃ বি ১৪৩/৪৪৭/৩২৩/৩২৫/৩০৭/৩৫৪ ধারায় ৩১নং অভিযোগপত্র দাখিল করেন। ২৮.০৭.৯২ ইং উক্ত অভিযোগ পত্র তৎকালিন ভারপ্রাপ্ত বিজ্ঞ থানা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত হয় এবং মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হলে ঐ তারিখেই বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট টাঙ্গাইল এর কোর্টে প্রেরন করা হয় এবং ০১.০৮.৯২৫ ইং তৎকালিন বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর নিজ ফাইলে গৃহীত হয়। কিন্তু ১৪.০৯.৯২ বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, টাঙ্গাইল উভয় পক্ষকে শুনে ও নথি পর্যালোচনা করে এ মামলায় দঃ বিঃ ৩০৭ ধারার কোন*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উপাদান বিদ্যমান না থাকায় নথি পুনরায় নিম্ন আদালতে প্রেরণ করেন। বিজ্ঞ থানা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আঃ কাদের ০৮.১২.৯২ ইং তারিখে ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৪১-ক ধারায় উভয় পক্ষকে শুনেও নথি পর্যালোচনা করে আসামী আঃ জলিলের বিরুদ্ধে দঃ বিধির ৩২৪/১৪৩/৪৪৭ ধারায় এবং আসামী আলম মিয়া, মোঃ সাদেক মিয়া, আবুল কালাম, বেগম বিবি, শ্যামলা আক্তার, রহিমা ও নাজমার বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ১৪৩/৪৪৭/৩২৩ ধারায় অভিযোগ গঠন করেন। গঠিত অভিযোগ কাঃ বিঃ ২৪২ ধারার অধীনে আসামীগণকে পাঠ করে শুনালে তারা নিজেদের নির্দোষ দাবী করেন ও বিচার প্রার্থনা করেন। বাদীপক্ষে তদন্তকারী কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ০৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। ***<u>আসামীপক্ষের মামলা</u>*** *১৮.০৩.৯৩ ইং ফৌঃ কাঃ বিধির ৩৪২ ধারার অধীনে আসামী ৭ জনকে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার আসামীগণ নিজেদের নির্দোষ দাবী করেন এবং বিচার প্রার্থনা করেন। তারা পরীক্ষায় সাফাই সাক্ষী দেবেন বলে জানালেও পরবর্তীতে সাফাই সাক্ষী দেবেন না বলে জানান। ১৮.০৩.৯৩ ইং আসামী নাজমা অনুপস্থিত হলে তার জামিন বাতিল পূর্বক গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ১৫.০৫.৯৩ উক্ত আসামী পুনরায় হাজির হয়ে জামিনের প্রার্থনা করলে জামিন মঞ্জুর করা হয়। বিজ্ঞ বিচারিক হাকিম আঃ কাদেরের বদলী জনিত কারণে ১৫.০৫.৯৩ ইং মামলাটি আমার নিজ বিচার ফাইলে বাদলী করা হয় এবং গৃহীত হয়। অতঃপর উভয় পক্ষের যক্তিতর্ক শোনার পর মামলাটি রায় ঘোষণার জন্য প্রস্তুত হয়।* *বিচার্য বিষয়* *১। আসামী মোঃ আঃ জলিল, আলম মিয়া, মোঃ সাদেক মিয়া, আবুল কালাম, বেগম বিবি, শ্যামলা আক্তার, রহিমা ও নাজমা বেগম বিগত ২২.০৫.৯২ ইং দুপুর অনুমান ১২.০০ টায় নন্দপাড়া মৌজার ১৪৫ নং খতিয়ানের ১৪৩ দাগের বাদী মোঃ আঃ জব্বার মিয়ার ভূমিতে বেআইনী সমাবেশ করে ছিলেন কিনা যাতে আসামীদের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ১৪৩ ধারার অপরাধ প্রমানিত হতে পারে এবং প্রমানিত হলে আসামীগন উক্ত ধারায় শাস্তি পেতে পারেন?* *২। পূর্বোক্ত আসামীগন বিগত ২২.০৫.৯২ ইং দুপুর অনুমান ১২.০০ টায় নাগরপুর থানাস্থ নন্দপাড়া মৌজার ১৪৫নং খতিয়ানের ১৪৩ দাগের মোঃ আঃ জব্বার মিয়ার ভূমিতে অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ করে ছিলেন কিনা? যাতে আসামীদের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৪৪৭ ধারার অপরাধের অভিযোগ প্রমানিত হতে পারে এবং প্রমানিত হলে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামীগন উক্ত ধারায় শাস্তি পেতে পরেন? *৩। আসামী আলম মিয়া, মোঃ সাদেক মিয়া, আবুল কালাম, বেগম বিবি, শ্যামলা আক্তার, রহিমা ও নাজমা উল্লেখিত তারিখ ও সময়ে এ মামলার বাদী ও তার লোকজনকে সেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করে জখম করেছিলেন কিনা যাতে দঃ বিঃ ৩২৩ ধারার অপরাধের অভিযোগ আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমানিত হতে পারে এবং প্রমাণিত হলে আসামীগণ উক্ত ধারায় শাস্তি পেতে পারেন?* *৪। আসামী মোঃ আঃ জলিল মিয়া বিগত ২২.০৫.৯২ ইং অনুমান দুপুর ১২.০০ টায় নাগরপুর থানাস্থ নন্দপাড়া মৌজার ১৪৫নং খতিয়ানের ১৪৩নং দাগের বাদী মোঃ আঃ জব্বার মিয়াকে এবং তার পক্ষের লোকজনদের স্বেচ্ছাকৃতভাবে মারাত্মক অস্ত্র দ্বারা আঘাত করেছিলেন কিনা? যাতে দঃ বিঃ ৩২৪ ধারার অপরাধের অভিযোগ আসামী বিরুদ্ধে প্রমাণিত হতে পারে এবং প্রমানিত হলে আসামী উক্ত ধারায় শাস্তি পেতে পারেন?* ***<u>বিচার্য বিষয়ের আলোকে সাক্ষ্য পর্যালোচনা</u>*** *মামলার এজাহারকারী ১নং সাক্ষী মোঃ আঃ জব্বার মিয়া তার জাবনবন্দিতে বলেন- "আমি মামলাটির এজাহার করে ছিলাম। এজাহার প্রদর্শিত করিলেন প্রদ- ১। এজাহারে সই প্রদ- ১/১। গত ২২.০৫.৯২ ইং রোজ শুক্রবার প্রায় বারোটার সময় ডকে দাড়ানো আসামীরা আমার ভিটি বাড়ী যা ৫ বছর আগে সাফকবলা মূলে কিনা যাতে আমি ঘর উঠাচ্ছিলাম একটা সনের। আমার ঐ ভিটিতে ঘর উঠাতে থাকলে আসামী আঃ জলিল (দুলু) আমার বুক লক্ষ্য করে মারে কিন্তু ফালাটা আমার মাথার ডান দিকে লাগে। আমি পড়ে যাই। আসামী আলম একটা লোহার চেন (রিকসার) দিয়ে বুকের বাম পাজরে বাড়ি মারে। আসামী কালাম লাঠি দিয়ে পিঠের ডান দিকে (নাখনায়) বাড়ি দেয়। আসামী সাদেক লাঠি দিয়ে বেদম মারে। আমার ডাক চিৎকারে আমার স্ত্রী এগিয়ে আসলে আলম তার গলায় ঘুষি মারে। তখন ডকের মহিলা আসামীরা কিল ঘুষি ও থাপ্পর মারে ও মাটিতে ফেলে টানা হেচড়া করে। সাক্ষী সিরাজ ও কুব্বাত এরা এগিয়ে আসলে তাদেরকেও আসামীরা মারে। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আমার স্বামীর চিকিৎসা করাই। আমার পরনের লঙ্গী (চেক) এবং ট্রেন্ট কাপড়ের (নীল) পাঞ্জাবীতে রক্ত ভরে যায়। ঐ কাপড় পুলিশ জব্দ করেছে। লঙ্গী বস্তুগত মার্ক- I। শার্ট মার্ক- II।"* *জেরায় তিনি বলেন- "বিরোধীয় জমিটার দাগ নং ১৪৩ জমির পরিমান হলো ১.৩৬ একর। ঐ জমিটার সি. এস. রেকর্ড কার নামে রেকর্ড তা*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জানি না। আসামী জলিলের বাবা জাদব এর নামে ঐ জমিটা সি. এস. রেকর্ডীয় কিনা তাও আমি বলতে পারবো না। ঐ ১৪৩ নং দাগে সজীম ওয়াজ উদ্দিন এবং উদয় এদের বাড়ী আছে। ঐ দাগের সাথে লাগা পূর্বদিকে আমার বাবা দাদার বাড়ী আমাদের বাবা দাদার জমির দাগে লাগা পশ্চিম দাগে (অর্থাৎ ঐ ১৪৩ দাগের) থেকে আমি ০.৪৫ একর জমি কিনেছি পাঁচ বছর আগে।'' *জেরায় তিনি আরো বলেন-''আসামী জলিল (দুলু) ৫/৭ হাত ফাক থেকে বুক লক্ষ্য করে ফালা মারে। আমি তখন বসে পড়তে লাগলে আমার মাযার ডান দিকে ফালা লাগে। একথা আরজিতে লেখি।''* *২নং সাক্ষী আনোয়ারা জলিল তার জবানবন্দিতে বলেন- ''গত ২২শে মে ১৯৯২ সাল আমাদের শ্বশুড় বাড়ীর পশ্চিমে একটা ভিটা বাড়ীতে ক্রয় মূলে একটা সনের ঘর উঠাচ্ছিলাম। আমার শ্বশুড়ের সাথে আমাদের সাথে আমার শ্বশুড়, দুটা বাহিরের কামলা, কোব্বাদ, সিরাজ ছিলাম, আসামী আঃ জলিল ওরফে দুলু এসে বাধা দেয়। না মানলে সে আমার আব্বার (শ্বশুড়) বুক লক্ষ্য করে ফালা মারে। আব্বা নীচু হলে তার মাথার ডানদিকে ফালা লাগে। রক্তাক্ত জখম হয়ে তিনি পড়ে যান। আসামী আলম এসে তার বাম বুকের পাজরে রিকসার চেইন দিয়ে মারে। আসামী কালাম লাঠি দিয়ে তার পিটের ডান দিকে বারি মারে। আসামী সাদেক লাঠি দিয়ে তার দুটা কুনুই এ আঘাত করে। তাকে মেয়ে মানুষরাও কিল ঘুষি মারে। আসামী আলম আমার শ্বশুড়কে গলায় ঘুষি মেরে ফেলে দেয়। রহিমা ও নাজমা আসামী দুলুর বৌ এরা সবাই মিলে আমার শ্বশুড়ীকে কিল ঘুষি মারে ও টানা হেচড়া করে। সাক্ষী সিরাজ ও কোব্বাদ বাধা দিতে গেলে তাদেরকেও আসামীরা মারে। আমার শ্বশুড়কে নাগরপুর হাসপাতালে ভর্তি করাই। দারোগা দুবার যায় ও আমরা সাক্ষ্য দেই তার কাছে। দারোগা আমার শ্বশুড়ের রক্তাক্ত পাঞ্জবী ও লঙ্গী জব্দ করে যা আজকে আদালতে প্রদর্শিত হয়েছে।''* *জেরায় তিনি বলেন- ''জখমী শ্বশুড়কে কোব্বাদ সিরাজুলের সহযোগিতায় ঘরে বাড়ীতে নিয়ে যাই। গজনবি, লতিফ পেয়ারা এ তিনজনে এবং আসামী শ্বশুড়ী আম্মা এরা আমার শ্বশুড়কে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আমার শ্বশুড় সাক্ষী সিরাজুলের কাছ থেকে ঐ ক্ষেতটা কিনে। আমার শ্বশুড় ১৭/১৮ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শ্বশুড়ীকে চিকিৎসা করানো হয় তবে ভর্তি করানো হয়নি। একথা সত্য নয় যে, আসামী জলিল আমার শ্বশুড়ের বিরুদ্ধে যে মামলা করেন তা থেকে বাঁচতে আমি এভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম একথা সত্য নয়।''* *৩নং সাক্ষী বেলাতন তার জবানবন্দিতে বলেন- ''গত ২২.০৫.৯২ ইং*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		শুক্রবার দিন আন্দাজি ১২.০০ টার আমার স্বামীর কেনা ভিটি বাড়ীতে ঘর উঠাচ্ছিলাম। আমাদের সাথে আমার লোকজন ছিল। আমার স্বামীর বুক লক্ষ্য করে জলির ফালা মারে; সে ফালা তার মাথার ডান দিকে লাগে। আলম চেন দিয়ে বুকের বাম পাজরে বাড়ি মারে। আসামী কালাম ভাই পায়নায় বাশের লাঠি দিয়ে বারি মারে। সাদেক লাঠি দিয়ে তার হাতে কুনুই এ বাড়ি মারে। আসামী আলম আমার গলায় ঘুষি মারে। আমি পড়ে গেলে আসামী রহিমা লাথি মারে। অন্য ৩ জন মেয়ে আমাকে ঘুষি ও লাথি মারে। এ সময় কুব্বাদ, সিরাজুল এরা আসামীদেরকে ফিরাতে যেয়ে মার খায়। পরে অনেকেই আসে। আমার স্বামীকে নাগরপুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। দারোগার কাছে সাক্ষী দিয়েছি।'' *জেরায় তিনি বলেন- ''আমার স্বামী সাক্ষী সিরাজের কাছ থেকে ঐ জায়গাটি ২৫০০/- টাকা দিয়ে কিনে কথা দারোগার কাছে বলি। ঘটনার আগে আমার স্বামী ঘর উঠাতে লাগে। আমি দারোগার কাছে বলেছি যে ফালা মারার আগে জলিলের সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়। জলিল যে বাধা দেয় একথা আমি বলিনি। আমি সেখানেই দাড়ানো ছিলাম। কথা কাটাকাটির সময় আমার স্বামীর কাছ থেকে জলিল ৩/৪ হাতে দূরে দাড়ানো ছিল। সেখান থেকেই এক পর্যায়ে সে জলিল ফালা মারে।''* *৪নং সাক্ষী মজিবর রহমান তার জবানবন্দিতে বলেন- ''আমি এ মামলার আলামত জব্দ করে সে জব্দ তালিকা (অপাঠ্য) হই। জব্দ তালিকা প্রদ- ২। জব্দ তালিকায় সহি প্রদ- ২/২। আদালতের মার্ক এক এবং দুই এজাহারকারীর বাড়ী থেকেই দারোগা জব্দ করে। ঘটনার সময় আমি ঘটনাস্তলে ছিলাম না। ঘটনা দেখিও নাই।''* *জেরায় তিনি বলেন- ''কাপড় রক্ত মাখা ছিল এটা দেখিছি।''* *৫নং সাক্ষী কোব্বাদ আলী তার জবানবন্দিতে বলেন- ''গত ২২.৫ তারিখ রোজ শুক্রবার দিন আমি রিকসা নিয়ে ঘাটপার যাচ্ছিলাম। পথে দেখি যে, বিরোধীয় জমিতে এজাহারকারী ঘর উঠানোর জন্য খুটি গারছে। চালটা উঠানোর সময় জলিল ও আলম এসে মাস্টারকে ঘর উঠাতে বাধা দেয়। তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে জলিল ফালা দিয়ে আঘাত মারে। তার মাথার ডানদিকে ফালাটা লাগলে রক্তাক্ত জখম হয়। রক্ত পড়ে আজকে আদালতে প্রদর্শিত জামা ও লুঙ্গীতে রক্ত লাগে। আলম চেইন দিয়ে বারি মারলে তার বাম বুকের পাজরে লাগে। আমি বাধা দিতে গেলে আসামীরা আমাকেও মারে। আসামীরা বাদীর স্ত্রীকেও মারে। এজাহারকারীর মেয়ে ও মেয়ের জামাই হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার ১১/১২ দিন পরে দারোগার কাছে সাক্ষ্য*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দেই।'' *জেরায় তিনি বলেন, ''আসামী জলির ৬/৭ হাত দূর থেকে ফালা মারে এজাহারকারীর দিকে।''* *৬নং সাক্ষী সিরাজ মিয়া তার জবানবন্দিতে বলেন, ''গত ২২.০৫.৯২ ইং তারিখে রোজ শুক্রবার ১২.১৫ টার দিকে জব্বার মাষ্টারের ফেলা ভিটি বাড়ীতে একটা ঘর উঠাতে শুরু করেন। আমি রিকসা চালিয়ে সে ভিটির সামনে গাছ তলায় বসে জিরাতে শুরু করি। আমার সাথে কোব্বাতও ছিল। আমাদেরকে এজাহারকারী বলেন তার ঘরের চালটা ধরে উঠিয়ে দিতে। আমরা ঘরের চালটা উঠাতে গেলে আসামী দুলু ওরফে আঃ জলিল এসে বলে যে সে ঘর তুলতে দিবে না। এাহারকারী নিজ জায়গায় ঘর উঠাতে থাকলে ঐ আসামী তার ছেলে, বৌ, ছেলের বৌ এদের ডেকে আনে ও মারতে উদ্যোত হয়। আসামী আঃ জলিল ফালা দিয়ে এজাহারকারীর বুক বরাবর ফালা মারে। এজাহারকারী নীচু হয়ে গেলে তার বুকে ফালাটি না লেগে মাথার ডান দিকে লাগে ও রক্তাক্ত জখম হয়। আসামী আলমের হাতে থাকা চেন দিয়ে বাম পাশের পাজরে মারতে থাকে। অন্যান্য আসামীরা লাঠি দিয়ে মারা শুরু করে। আসামী আলম বাদীর স্ত্রীকে গলায় টান মেরে ফেলে দেয়। অন্যান্য আসামীরা (ডকের) তাকে বেদম মারধোর করে। এজাহারকারীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেয় হয়। ছলিম যেয়ে মাস্টারের রক্তমাখা পাঞ্জাবী ও লুঙ্গী জব্দ করে। আমি দারোগার তৈরী জব্দ তালিকায় সই করি। প্রদ- ২/২। ঐ দিন সে লুঙ্গি (রক্তাক্ত) ও পাঞ্জাবী জব্দ করা হয়েছিল তা আজকে আদালতে প্রদর্শিত হয়েছে মামলা যে দিন সেদিনই দারোগা সেসব মালামাল জব্দ করেন।''* *জেরায় তিনি বলেন, ''জলিল এজাহারকারীর প্রতি ফালা নিক্ষেপ করে বুক বরাবর তবে তা মাথায় লাগে ও এজাহারকারী পড়ে যায়। গজনবী আঃ লতিফ তার স্ত্রী ও কন্যা হাসপাতালে নেয় তাকে। এজাহারকারীর রক্তাক্ত কাপড়গুলি স্থলে রেখে দেয়া হয়।''* *৭নং সাক্ষী ডাঃ মোঃ মোজাম্মেল হোসেন তার জবানবন্দিতে বলেন, ''আমি জখমী মোঃ আঃ জব্বার মিয়াকে গত ২২.০৫.৯২ ইং হইতে ০৬.০৬.৯২ ইং পর্যন্ত সময় কালে হাসপাতালে ভর্তি ছিল। আমি সেসময় তার চিকিৎসা করি। তার নিম্ন লিখিত জখম দেখা যায়। ১। তার মাথার ডাইন দিকে কাটা জখম ছিল ৫''x$\frac{১}{২}$'' x হাড় পর্যন্ত মাপের ছিল। ২। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম ছিল। প্রধানত ডান দিকে পাখনায় (কাধের) পিছন দিকে। কাধের ডান দিকে দুই কনুইতে বুকের বাম দিকে ব্যাপক রক্তক্ষরনের কারনে যা কিনা*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মাথায় হয়েছিল একটি জখমের কারনে তা জখমীর মৃত্যু ও ঘটাইতে পারতো। আর অন্যান্য জখমগুলি সাধারন প্রকৃতির ছিল। মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রদর্শিত প্রদ- ৩। আমি নিজে জখমীকে ভর্তি করি। ইংরেজী lacerated injury শব্দের অর্থ থেতলানো জখমীকে বুঝায়। Sweling শব্দের অর্থ হলো ফুলা জখম। সাধারন ভাবে ঐ দুরকমের জখম বোতা অস্ত্র দ্বারাই হয়ে থাকে ও আমরা সার্টিফিকেটে লিখি। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে কাটা হলে সাধারনত: Peniterating এবং insized injury এসব শব্দ ব্যবহার করে থাকে। সনদ পত্রের ১নং জখমটা কিরূপ অস্ত্র দ্বারা হয় তা আমি লিখেছি blunt weapon দ্বারা। একথা সত্য নয় যে, আমি বাদীর বাধ্যকতায় একটা বানোয়াট সনদপত্র দিয়েছি।'' ৮নং সাক্ষী মোঃ নুরুল ইসলাম তার জবানবন্দীতে বলেন, ''আমি এ মামলার তদন্ত কাজ করি। আরজিটা থানায় দায়ের করলে তা থানার ভাঃ কঃ ডাইরী করে রুজু করেন ও তার তদন্তভার আমাকে দেন। আমি এজাহার রেকডিং অফিসার গোলাম সাব্বির ভাঃ কঃ নাগরপুর এর লেখা চিনি। প্রদ- ৪। গত ০৬.০৬.৯২ ইং তারিখে আমি নাগরপুর থানায় কর্মরত থাকাকালে ওসি আমাকে তদন্তের নির্দেশ দেন। আমি বিধি মোতাবেক ঘটনাস্থল পরিদর্শন, খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র তৈরী করি। প্রদ- ৫, এবং প্রদ- ৬। আমি ফৌঃ কাঃ বিঃ এর ১৬১ ধারার বিধান মোতাবেক জবানবন্দি রেকর্ড করি। আমি জব্দ তালিকা তৈরী করি। প্রদ- ২। আজকে আদালতে জব্দকৃত মালামাল প্রদর্শিত হয়েছে। তদন্তকালে সাক্ষীর আঘাত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় আমি অভিযোগপত্র দায়ের করি। প্রদ- ৭ আর সই প্রদ- ৭/১।'' জেরায় তিনি বলেন, ''মামলা রেকর্ড হওয়ার সাথে সাথেই আমি ঘটনাস্থলে যাই। ঐ দিনই আমি স্কেচ ম্যাপ ও খসড়া সূচীপত্র তৈরী করি। বাদীর জমিতে বিরোধ বাধার কারনেই এ গোলমাল এর সৃষ্টি হয়। ঐ দিনই আমি আলমত জব্দ করেছি। তবে বাদীর দলিল পত্রগুলি জব্দ করিনি বা আদালতে দাখিল করতেও বলিনি। ডাক্তারী সনদ পত্রের আমি পর্যালোচনা করেছিলাম। ডাক্তারী সনদপত্রে sharp cutting শব্দটা কোথায়ও লেখা নাই। একথা সত্য নয় যে, আমি বানোয়াট ভাবে বাদীপক্ষ দ্বারা প্রস্তাবিত হয়ে অভিযোগ পত্র দায়ের করেছি।'' **<u>সিদ্ধান্তের কারনসমূহ</u>** এজাহার, সাক্ষ্য পর্যালোচনা ও সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্র দৃষ্টে দেখা যায় ঘটনা ঘটেছে টাংগাইল জেলার নাগরপুর থানাধীন নন্দপাড়া মৌজাস্থ ১৪৫ নং খতিয়ানে ১৪৩নং দাগের ৪৫ ডিং ভূমির মালিক মোঃ আঃ জব্বার মিয়ার

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ভূমিতে। ঐ দিন দুপুর অনুমান ১২.০০ টায় এ মামলার এজাহারকারী বাদী তার ক্রয় করা জমিতে ঘর তুলছিলেন। এমন সময় আসামী আঃ জলিল মিয়া এবং তার পক্ষীয় লোকজন বাদীকে প্রথমে বাধা প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে ফালা, রিকসার চেইন ও লাঠি দ্বারা আঘাত করেন। আসামীদের আঘাতে বাদী মোঃ আঃ জব্বার মিয়া তার স্ত্রী এবং অপরাপর সাক্ষীরা আঘাত প্রাপ্ত হন। ঘটনার তারিখ, স্থান ও সময় সম্পর্কে এজাহার ও পি, ডাব্লিউ- ১, পি, ডাব্লিউ- ২, পি, ডাব্লিউ- ৩, পি, ডাব্লিউ- ৫ ও পি, ডাব্লিউ- ৬ এর বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত। তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে খসড়া ঘটনা পত্র অংকন করে স্থানটি চিহ্নিত করেন। আসামী আঃ জলিল ওরফে দুলু কর্তৃক এজাহারকারী মোঃ আঃ জব্বার মিয়াকে ফালা দ্বারা বুক লক্ষ্য করে আঘাত করা এবং সে আঘাত জব্বার মিয়ার বুকে না লেগে মাথার ডান পাশে লেগে রক্তাক্ত জখম হওয়ার বিষয়টি এজাহার, পি, ডাব্লিউ- ১, ডাব্লিউ- ২, পি, ডাব্লিউ- ৩, পি, ডাব্লিই- ৫ ও পি, ডাব্লিউ- ৬ এর জবানবন্দি দ্বারা সম্পূর্নরূপে সমর্থিত। *আসামী আলম কর্তৃক এজাহারকারী বাদীকে রিকসার চেইন দ্বারা আঘাতের বিষয়টিও এজহার পি, ডাব্লিউ- ১, পি, ডাব্লিউ- ২, পি, ডাব্লিই- ৩, পি, ডাব্লিই- ৫ ও পি, ডাব্লিউ- ৬ এর বক্তব্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত।* *আসামী আলম, কালাম ও সাদেক কর্তৃক বাদীকে আঘাত করার বিষয়টিও পি, ডাব্লিউ- ১, পি, ডাব্লিউ- ২ ও পি, ডাব্লিই- ৩ এর বক্তব্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত। ঐ আসামী আলম কর্তৃক বাদীর স্ত্রীকে আঘাতের কথা ও পি, ডাব্লিউ- ১, পি, ডাব্লিউ- ২, পি, ডাব্লিউ-৩ ও পি, ডাব্লিউ- ৫ এর বক্তব্য সমর্থিত।* *এ মামলার এজাহারকারী বাদীর গায়ের আঘাতের চিকিৎসাকারী ডাক্তার আদালতে উপস্থিত হয়ে তার প্রদত্ত সনদ পত্র প্রদর্শন করেন এবং তার বক্তব্য অনুযায়ী বাদীর এজাহারে ও জবানবন্দিতে বর্নিত আঘাত সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত।* *এজাহারকারীর রক্তমাখা (পাঞ্জাবী ও লুঙ্গী) কাপড় আদালতে প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত কাপড় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক জব্দকৃত। পি, ডাব্লিউ- ৪ এবং পি, ডাব্লিই- ৬ আদালতে তা সনাক্ত করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তার ফলাফল ও এজাহার ও অন্যান্য সাক্ষীদের বক্তব্যকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত করেছে।* *উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় বাদীপক্ষ সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা এ মামলার মুল বিচার্য বিষয়ের মধ্যে ১। বাদী আব্দুল জব্বার মিয়ার ক্রয় করা জমিতে অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ আসামীরা করেছিল কিনা? ২। আসামীগণ বাদী ও তার পক্ষের লোকদের স্বেচ্ছাকৃত ভাবে আঘাত দান*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করেছিলেন কিনা? এবং ৩। আসামী আঃ জলিল কর্তৃক এ মামলার বাদী আঃ জব্বার মিয়াকে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে মারাত্মক অস্ত্র দ্বারা আঘাত করেছিলেন কিনা? এ সমস্ত বিচার্য বিষয়গুলো সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন এবং বাদীপক্ষের প্রায় প্রত্যেক সাক্ষীই বলেছেন যে, আসামী আঃ জলিল মিয়া, আলম, কালাম ও সাদেক বাদীপক্ষের জমিতে অনধিকার প্রবেশ করে আক্রমন ও স্বেছাকৃত ভাবে আঘাতের দ্বারা জখম করে ছিলেন এবং বাদীপক্ষ তা সম্পূর্ণরূপে প্রমান করতে সক্ষম ও হয়েছেন। ***<u>সিদ্ধান্ত ও আদেশ</u>*** *ফলশ্রুতিতে আসামী আঃ জলিল মিয়া, আলম মিয়া, আবুল কালাম মিয়া ও সাদেক আলীর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৪৪৭, আসামী আলম মিয়া, আবুল কালাম মিয়া ও সাদেক আলীর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩২৩ এবং আসামী আঃ জলিল মিয়ার বিরুদ্ধে দঃ বিধির ৩২৪ ধারার অভিযোগসমূহ বাদীপক্ষ অত্যন্ত তথ্য নির্ভর পরস্পর সাক্ষ্যে সমর্থিত এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করেছেন। অপরদিকে বাদীপক্ষ সকল আসামীর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ১৪৩ ও আসামী বেগম বিবি, শ্যামলা আক্তার, নাজমা ও রহিমা বেগমের বিরুদ্ধে আনীত দঃ বিঃ ১৪৩/৪৪৭/৩২৩ ধারার অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই-* ***<u>আদেশ</u>*** *হচ্ছে যে, (১) ফৌঃ কাঃ বিধির ২৪৫(২) ধারার অধীনে এ মামলার আসামী আঃ জলিল, আলম মিয়া, আবুল কালাম মিয়া ও সাদেক আলীকে (ক) দঃ বিধির ৪৪৭ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করলাম এবং আসামীদের প্রত্যেককে ০৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো ১৫ (পনের) দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করলাম।* *(খ) দঃ বিধির ৩২৩ ধারায় আসামী আলম মিয়া, আবুল কালাম মিয়া ও সাদেক আলীকে দোষী সাব্যস্ত করলাম এবং বর্নিত আসামীদের প্রত্যেককে ০৬ (ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো ১৫ (পনের) দিন বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করলাম।* *(গ) দঃ বিঃ ৩২৪ ধারায় আসামী আঃ জলিল মিয়াকে দোষী সাব্যস্থ করলাম এবং বর্নিত আসামীকে ০১ (এক) বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে ১৫ (পনের) দিন বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করলাম।* *(২) ফৌঃ কাঃ বিধির ২৪৫(১) ধারার অধীনে এ মামলার সকল আসামীকে তাদের বিরুদ্ধে গঠিত দঃ বিধির ১৪৩ ধারার অপরাধের দায় থেকে*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ সাব্যস্থ করলাম এবং তাহাদেরকে বেকসুর খালাসের নির্দেশ দিলাম। এবং *(৩) ফৌঃ কাঃ বিধির ২৪৫(১) ধারার অধীনে এ মামলার আসামী বেগম বিবি, শ্যামলা আক্তার, নাজমা ও রহিমা বেগমকে তাদের বিরুদ্ধে গঠিত দঃ বিধির ৪৪৭/৩২৩ ধারার অভিযোগের দায় থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ সাব্যস্থ করলাম এবং তাদেরকে বেকসুর খালাসের নির্দেশ দিলাম।* *দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের দন্ডসমূহ একটি শেষ হওয়ার পর অন্যটি চলতে থাকবে।* *উপরের রায় ফৌঃ কাঃ বিধির ৩৬৬ ও ৩৬৭ ধারার অধীনে প্রকাশ্য আদালতে ঘোষণাঅন্তে নীচে সই করলাম।* *স্বা/- অস্পষ্ট* *(মোঃ মনজুরুর রহমান)* *১৪.০৯.৯৩* *প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট ও* *থানা ম্যাজিস্ট্রেট, নাগরপুর,* *টাংগাইল।* **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২য় আদালত, টাংগাইল কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ৮১/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ৩০.০৯.২০০৪ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ** *"অত্র ফৌজদারী আপীল মামলাটি বিজ্ঞ প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট নাগরপুর, থানা আদালত, টাংগাইল কর্তৃক জি. আর. ৩৭(২)৯২ নং মামলায় প্রচারিত বিগত ইং ১৪.০৯.৯৩ তারিখের রায় এবং দন্ডাদেশ হইতে উদ্ভূত হয়। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তাহার প্রচারিত রায়ে আসামী ১। আঃ জলিল, ২। আলম মিয়া, ৩। আবুল কালাম মিয়া ও ৪। সাদেক আলীকে দঃ বিঃ ৪৪৭ ধারায় দোষী সাব্যস্থক্রমে প্রত্যেককে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ৫০০/- টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড। আবার আসামী আবুল কালাম, আবুল মিয়া ও সাদেম আলীকে দঃ বিঃ ৩২৩ ধারায় দোষী সাব্যস্থক্রমে ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫০০/- টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ১৫ দিন বিনাশ্রম কারাদন্ড, আবার, আসামী আঃ জলিল মিয়াকে দঃ বিঃ ৩২৪ ধারায় দোষী সাব্যস্থক্রমে ১ বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ৫০০/- টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে ১৫ দিন বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করিলে সাজাপ্রাপ্ত আসামীগণের মধ্যে আসামী আঃ জলিল মিয়া, আলম মিয়া, মোঃ সাদেক মিয়া, আবুল কালাম মিয়া অত্র আপীলটি আনয়ন করেন।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বাদী মোঃ আঃ জব্বার মিয়া বিগত ইং ২৪.০৫.৯২ তারিখে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নাগরপুর থানায় এক এজাহার দাখিলে ৮ জন আসামীর বিরুদ্দে অভিযোগ করেন যে, বিগত ইং ২২.০৫.৯২ তারিখ রোজ শুক্রবার দুপুর অনুমান ১২.০০ ঘটিকার সময় তাহার খরিদা নন্দপাড়া মৌজার ১৪৫ নং খতিয়ানের ১৪৩নং দাগের সম্পত্তিতে একটি ঘর উত্তোলন করিতে গেলে আসামীগণ লাঠি, ফালা, দা ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাদীর স্বত্ব দখলীয় জমিতে অনধিকার প্রবেশ করে এবং ঘর উঠাইতে বাধা দেয়। বাধা না মানিলে ১নং বিবাদী জলিল মিয়া হাতে থাকা ফালা দিয়া বাদীর বুকে ঘা মারিলে তাহার মাথার ডান পার্শ্বে লাগিয়া রক্তাক্ত জখম হয়। বাদী মাটিতে পড়িয়া গেলে অন্যান্য সকল আসামীগণ এলোপাথারীভাবে লাঠি ও চেইন দ্বারা শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারাত্ম ফুলা জখম করে। বাদীর ডাক চিৎকারে মোছাঃ বেলাতন আগাইয়া আসিলে সকল বিবীগন তাহাকে কিল. ঘুষি ও লাথি মারিয়া মারাত্মক ফুলা জখম করে। বাদীর স্ত্রীর ডাক চিৎকারে নিজ সাকিনের সিরাজ মিয়া, নয়ান খা, মোকাদ্দেছ, মোঃ কুপ্পাত দেওয়ান আগাইয়া আসে এবং রক্ষা করে। বাদী নাগরপুর হাসপাতালে চিৎিসাধীন থাকাবস্থায় ঘটনার বিবরণে এজাহার লিখিয়া থানায় পাঠান। *নাগরপুর থানার মামলা নং- ৩ তারিখ ০৬.০৬.৯২ ধারা দঃ বিঃ ১৪৩/৪৪৭/৩২৩/৩২৪/৩৫৪ রুজু হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে এজাহার নামীয় ৮ জন আসামীর বিরুদ্ধে ঘটনার সত্যতা ও প্রাইমাফেসী পাইয়া বিগত ইং ১৬.০৭.৯২ তারিখে ৮ জন আসামীর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ১৪৩/৪৪৭/৩২৩/৩২৫/৩০৭/৩৫৪ ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট দাখিলী অভিযোগপত্র গ্রহন করেন। বিগত ইং ০৮.১০.৯২ তারিখের উভয় পক্ষকে শুনানী অন্তে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আসামী আলম মিয়া, মোঃ সাদেক মিয়া ও মোঃ আবুল কালাম মিয়া, বেগম বিবি, শ্যামলি আক্তার ও নাজমার বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ১৪৩/৪৪৭/৩২৩ ধারায়, আবার আসামী আঃ জলিলের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ১৪৩/৪৪৭/৩২৪ ধারায় পৃথক অভিযোগ গঠনে অভিযুক্ত আসামীদের উহা পাঠ করিয়া শুনাইলে আসামীগন নিজেদের নির্দোষ দাবীতে বিচার প্রার্থনা করেন। বিচারকালে রাষ্ট্র পক্ষ হইতে ৮জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান করা হয়। আসামী পক্ষ সাক্ষীদের জেরা করেন। সাক্ষ্য গ্রহন শেষে উপস্থিত আসামীদের ফৌঃ কাঃ বিঃ ৩৪২ ধারার বিধান মোতাবেক পরীক্ষা করিলে আসামীগন কোন সাফাই সাক্ষ্য দিবে না বলিয়া জানান।* *শুনানী শেষে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমান ও নথি বিচার বিশ্লেষণে আসামী আপীল্যান্টদের দোষী সাব্যস্থক্রমে বর্নিত ধারায় বিভিন্ন*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মেয়াদে শাস্তির আদেশ দেন এবং আসামী বেগম বিবি শ্যামলি আক্তার, নাজমা ও রহিমা বেগমকে খালাশ প্রদান করেন। সাজা প্রাপ্ত আসামীগন উক্ত প্রচারিত রায় এবং আদেশের অসম্মতিতে অত্র আপীলটি আনয়ন করেন এবং আপীলের মেমোতে হেতুবাদে বলেন যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষ্য প্রমাণ সঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে শাস্তির আদেশ দিয়াছেন। আপীলের মেমোতে আরও দাবী করা হয় যে, বাদীপক্ষ কোন নিরপেক্ষ সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা ঘটনা প্রমান না করা সত্ত্বেও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ভুলভাবে শাস্তির আদেশ দিয়াছেন যাহা রদ রহিত হইবে। ***<u>নির্ধারণী বিষয় সমূহ</u>*** *১। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তাহার ১৪.০৯.৯১ তারিখের রায় এবং দন্ডাদেশ সাক্ষ্য প্রমাণ সঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহনে আপীল্যান্টদের বিরুদ্ধে দন্ডাদেশ প্রচার করিয়াছেন কিনা?* *২। আপীল্যান্টগণ প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পাইবে কিনা?* ***<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত</u>*** *আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে উভয় নির্ধারনী বিষয় একত্রে আলোচিত হইল। বাদীপক্ষের অভিযোগ ছিল যে ঘটনার তারিখে ও সময়ে আসামীগন মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্র হাতে তাহার স্বত্ব দখলীয় জমিতে অনধিকার প্রবেশ করতঃ মারপিট করে। অভিযোগে সুনির্দষ্টভাবে বলা হয় যে, ১নং আসামী আঃ জলির তাহার হাতে থাকা ফালা দিয়া বাদীর মাথায় ঘা মারে যাহা বাদীর মাথার ডানপাশে লাগিয়া রক্তাক্ত জখম হয। বাদীর ডাক চিৎকারে স্ত্রী বেলাতন আগাইয়া আসিলে অন্যান্য আসামীগন কিল. ঘুষি ও লাথি মালিযা ফুলা জখম করে। সকল আসামীগন বাদীকে এলোপাথারীভাবে লাঠি ও চেইন দ্বারা বাইরাইয়া মারাত্মক ফুলা জখম করে। সাক্ষীগন আসিলে বাদী ও তদ স্ত্রী রক্ষা পায়। বাদী আশংকাজনক অবস্থায় নাগরপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকে। অভিযোগ প্রমানের জন্য বাদীপক্ষ হইতে ৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান করা হয়। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার বিশ্লেষনে আসামীদের দোষী সাব্যস্থক্রমে আসামী জলিল মিয়াকে দঃ বিঃ ৩২৪ ধারায় ১ বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১৫ দিন বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন এবং আসামী আঃ জলিল, আলম মিয়া ও সাদেক আলীকে দঃ বিঃ ৪৪৭ ধারায় দোষী সাব্যস্থক্রমে ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ৫০০/- টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ১৫ দিন বিনাশ্রম কারাদন্ড। আবার আসামী আলম মিয়া, আবুল কালাম মিয়া ও সাদেক আলকি দঃ বিঃ ৩২৩ ধারায় দোষী সাব্যস্থক্রমে ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫০০/- টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১৫ দিন বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। *দন্ড প্রাপ্ত আসামী আপীল্যান্টগন আপীলের মেমোতে দাবী করেন যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষ্য প্রমান সঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষন না করিয়া ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহনে উক্তরূপ শাস্তির আদেশ দিয়াছেন যাহা রদ রহিত হইবে।* *আমি আপীলের মেমো, তর্কিত রায়, সাক্ষ্য প্রমান ও নথি বিচার বিশ্লেষন করিলাম। বাদী আঃ জব্বার মিয়া পি, ডাব্লিউ- ১ হিসাবে তাহার দাখিলী এজাহারের হুবহু বর্ণনায় আদালতে সাক্ষ্য দেন এবং ঘটনাসহ এজাহার প্রমান করেন। দাখিলী এজাহার প্রদ- ১ তাহাতে স্বাক্ষর প্রদ- ১/১। সাক্ষী বলেন যে, আসামী আঃ জলিল তাহার বুক লক্ষ করিয়া ফালা মারিলে মাথার ডান পাশে লাগে। পড়িয়া গেলে আসামীগন লাঠি দিয়া মারপিট করে। ডাক চিৎকারে স্ত্রী আগাইয়া আসিলে আসামী আলম ঘুষি মারে অন্যান্য মহিলা আসামীরা কিল. ঘুষি ও থাপ্পর মারে। তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন এবং চিকিৎসা করান রক্তমাখা লুংগি ও পাঞ্জাবী পুলিশ জব্দ করে। লুঙ্গি (বস্তু প্রদ- I সার্ট II)। আসামীপক্ষ জেরা করিলে বিরোধীয় জমির দাগ খতিয়ান সঠিক বলেন এবং আসামীগন অনধিকার প্রবেশ করিয়া মারপিট করে তাহা আর্জিতে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি জেরায় আরও সুস্পষ্টভাবে উত্তর দেন যে আসামী জলিল ৫/৭ হাত দুর হইতে বুক লক্ষ্য করিয়া ফালা মারিয়া মাথার ডান পাশে ফালা লাগে। জেরায় কোন আসামী কিভাবে তাকে ও তাহার স্ত্রীকে মারপিট করিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বলেন। স্থানীয় সাক্ষী পি, ডাব্লিউ- ২ বাদীর স্ত্রী, পি, ডাব্লিউ- ৩ প্রতিবেশী সাক্ষী, পি, ডাব্লিউ- ৪, পি, ডাব্লিউ- ৫ , পি, ডাব্লিউ- ৬ জেরালো সমর্থনমূলক সাক্ষ্য দেন এবং ঘটনা প্রমাণ করেন। সকল আসামীদের নাম উল্লেখে সাক্ষীগন বলেন যে, আসামী জলিল বাদীকে লক্ষ করিয়া ফালা মারিলে তাহার মাথার ডান পাশে লাগে এবং কোন আসামী কিভাবে বাদী ও তদ স্ত্রীকে মারপিট করে তাহার বিস্তারিত বলেন। আসামীপক্ষে জেরায় অতি সামান্য অসামঞ্জস্য উক্ত ছাড়া কোন বিপরীত বক্তব্য বা কনট্রাডিকশন নাই। কাজেই, ভিকটিম পি, ডাব্লিউ- ১ এবং পি, ডাব্লিউ- ৩ এর সাক্ষ্য সমর্থিত ও সুপ্রমানিত হয়। পি, ডাব্লিউ- ১ কে হাসপাতালে পরীক্ষাকারী ডাঃ মোঃ মোজাম্মেল হোসেন পি, ডাব্লিউ- ৭ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়া তাহার প্রদত্ত মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রমান করেন (প্রদ- ৩)। পি, ডাব্লিউ- ৭ সাক্ষ্য দেন যে, যখমী আঃ জব্বার মিয়াকে ইং ২২.০৫.৯২ তারিখ হইতে ইং ০৬.০৬.৯২ তারিখ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় চিকিৎসা করিয়াছেন এবং জখমী সার্টিফিকেট দিয়াছেন। জখম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন যে, তাহার মাথার ডান দিকে কাটা জখম ছিল ৫”$x\frac{১}{২}$ ” হাড় পর্যন্ত*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মাপের জখম। তাহার শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম ছিল। তাদের পিছনে ডান দিকে দুই কনুইতে বুকের বাম পাশে জখম ছিল। ব্যাপক রক্তক্ষরনের কারনে জখমীর মৃত্যু ঘটিতে পারিত। ১নং জখম গুরুতর ছিল। জেরায় তেমন কোন বিপরীত উক্তি নাই। প্রদর্শিত মেডিকেল সার্টিফিকেট (প্রদ- ৩) এ উক্ত জখম লেসারেটেড বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও জখমের আকৃতি ও প্রকৃতি এবং মাথার প্লন্ট টু প্যারাইটাল রিজিয়নের উক্তরুপ জখম হয়। জখম ফাল দ্বারা হইলেও নিঃসন্দেহে লেসারেটেড হওয়াতে কোন ফালা দ্বারা আঘাত নয় তৎসম্পর্কে প্রশ্ন জাগে নাই। কেননা সম্মুখ ভাগ হইতে ফালা দ্বারা আঘাত করিলে ৫"x$\frac{১}{২}$" হাড় পর্যন্ত গভীর ইহাই স্বাভাবিক আঘাতের ও জখমের প্রকৃতি। এমতাবস্থায় মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদ- ৩ অতি জোরালো ভাবে আসামী জলিল কর্তৃক ঘটনার তারিখ ও সময় ভিকটিম পি, ডাব্লিউ- ১ আঃ জব্বারকে ফালা দ্বারা মাথায় গুরুতর আঘাতের বিষয় জোরালো ভাবে সমর্থন করে এবং সন্দেহের উর্দ্ধে ঘটনা প্রমান করে। মেডিকেল সার্টিফিকেটের উল্লেখিত জখমী আঃ জব্বার মিয়ার শরীরে অন্যান্য আঘাত ও জখমগুলি অন্যান্য আসামী কর্তৃক মারপিটের বিষয়ে জোরালো সমর্থন করে এবং ঘটনা প্রমাণ করে। তদন্তকারী কর্মকর্তা পি, ডাব্লিউ- ৮ সাক্ষ্য দিয়া তদন্তের সঠিকতা ও নিরপেক্ষতা প্রমাণ করেন এবং সেই সংগে ইহা প্রমান করে যে ঘটনার সহিত আসামীগন জড়িত ছিলেন। এমতাবস্থায় উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমার সিদ্ধান্ত এই যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষ্য প্রমান সঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে তাহার রায় প্রচারে আপীল্যান্টদের বিরুদ্ধে দন্ডাদেশ দিয়াছেন বিধায় উহাতে হস্তক্ষেপ করার কোন কারন নাই। কাজেই আমার সিদ্ধান্ত হইল যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষ্য প্রমান ও নথি বিচার বিশ্লেষনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে তাহার রায় প্রচারে আপীল্যান্ট আসামীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তির আদেশ দিয়াছেন যাহা ন্যায় সংগত হইয়াছে। আপীলটি মঞ্জুর করার মত কোন কারন নাই বিধায় উহা গুনাগুন বিচারে নামঞ্জুর করা হইল। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি অন মেরিট নামঞ্জুর হয়। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রচারিত বিগত ইং ১৪.০৯.৯৩ তারিখের রায় এবং আপীল্যান্টদের বিরুদ্ধে আরোপিত দন্ডাদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হইল। সাজাপ্রাপ্ত আসামী আপীল্যান্টদের জামিন বাতিল করা হইল এবং তাহাদেরকে অবিলম্বে বিজ্ঞ নিম্ন

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আদালতে আত্মসমর্থন করার নির্দেশ দেওয়া গেল। *অত্র রায়ের এক কপি অনুলিপিসহ বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের নথি সত্বর প্রেরণ করা হোক।* *আমার উক্তি মতে লেখা ও সংশোধিত।* *স্বা/- মোঃ আবদুস সালাম* *৩০.০৯.২০০৪* *অতিরিক্ত দায়রা জজ।* *স্বা/- মোঃ আবদুস সালাম* *৩০.০৯.২০০৪* *অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২য় আদালত, টাংগাইল।''* বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালত প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনা করেন। সকল সাক্ষ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেন। উভয় আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র রুলটি খারিজ যোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী রিভিশনটি খারিজ করা হলো। বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২য় আদালত, টাংগাইল কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ৮১/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ৩০.০৯.২০০৪ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-দরখাস্তকারীগণেকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামীদেরকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্ত আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।